প্রথম অধ্যায়

তাঁর জন্ম ও প্রাক-অস্তিত্ব

সহস্র কোটি মানুষেরা এই পৃথিবীতে বাস করে ও মারা যায়। কোন বিষয়টি একটি মানুষের জন্মকে অনন্য করে তোলে? একজন ব্যক্তি কি তার জন্মের সময়, স্থান ও পরিবার নির্ধারণ করতে পারে? এই অধ্যায়ে আমরা যীশু খ্রীষ্টের জন্ম ও উৎস নিরীক্ষণ করে দেখব, যাতে আমরা জানতে পারি যে তিনি আমাদের সকলের থেকে কীভাবে আলাদা, যেমন বাইবেল দাবী করে।

অন্তর্দৃষ্টিঃ *যিশাইয় পুস্তকটি প্রাচীন ইহুদী শাস্ত্রের একটি অংশ এবং এটি যীশুর জন্মের ৭০০ বছর পূর্বে লেখা হয়েছে। এই পুস্তকে যিশাইয় ভাববাদী সেই আগাম মশীহের জন্ম, জীবন, মৃত্যু, কবর এবং পুনরুত্থান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।*

COPY

আবিষ্কার করুনঃ

যিশাইয় ৭:১৪ এবং ৯:৬-৭ পদগুলি পাঠ করুন।

- **বালক** ও **পুত্র** শব্দগুলি সহকারে **আগাম মশীহের** প্রত্যেকটি উল্লেখগুলি একটি ক্রুশ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করুন। ✝ বাইবেলের অংশগুলিকে ভিন্ন ভাবে চিহ্নিত করার দ্বারা আমরা ধীরে অগ্রসর হবো, এবং মূল শব্দগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারবো।

যিশাইয় ৭:১৪

১৪ "অতএব প্রভু আপনি তোমাদিগকে এক চিহ্ন দিবেন; দেখ, এক কন্যা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম ইম্মানূয়েল [আমাদের সহিত ঈশ্বর] রাখিবে"।

যিশাইয় ৯:৬-৭

৬ কারণ একটী বালক আমাদের জন্য জন্মিয়াছেন, একটী পুত্র আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে; আর তাঁহারই স্কন্ধের উপরে কর্ত্তৃত্বভার থাকিবে, এবং তাঁহার নাম হইবে—'আশ্চর্য্য মন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ'।

৭ দায়ূদের সিংহাসন ও তাঁহার রাজ্যের উপরে কর্ত্তৃত্ববৃদ্ধির ও শান্তির সীমা থাকিবে না, যেন তাহা সুস্থির ও সুদৃঢ় করা হয়, ন্যায়বিচারে ও ধার্ম্মিকতা সহকারে, এখন অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত। বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উদ্যোগ ইহা সম্পন্ন করিবে।

আরেকবার যিশাইয় ৯:৬-৭ পদগুলি পাঠ করুন এবং এই বার...

- **কর্তৃত্বভার, সিংহাসন, রাজ্য** শব্দগুলি ও এদের সর্বনামগুলি একটি মুকুটের চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করুনঃ
- সময়ের প্রত্যেকটি উল্লেখগুলি, যেমন **সনাতন, সীমা থাকবে না,** এবং **এখন অবধি অনন্তকাল পর্যন্ত** শব্দগুলি অথবা বাক্যাংশগুলি গোল চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন।

নিজেই একবার ভাবুন অথবা দলের মধ্যে আলোচনা করুন এবং তারপর আপনার উত্তরগুলি লিখুন।

- যে সন্তান কুমারীর গর্ভে জন্মাবে তাঁকে কী নাম বা উপাধি দেওয়া হয়েছে?

- যিশাইয় ৯ অধ্যায়ে যীশুর কর্তৃত্বভার ও রাজত্বের চারিত্রিক গুণাবলী বর্ণনা করার জন্য কোন শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে?

COPY

- এটি কীভাবে সম্পন্ন হবে? (যিশাইয় ৯:৭ পাঠ করুন)।

আবিষ্কার করুনঃ

যীশুর পূর্বপুরুষ, রাজা দায়ূদকে ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তার রাজত্ব এক চিরস্থায়ী রাজত্ব হবে এবং তা কখনই শেষ হবে না। (২ শমূয়েল ৭:১২-১৭)।

যিশাইয় পুস্তকে যা পড়লাম, সেই অনুযায়ী কুমারীর গর্ভে মশীহ জন্মাবেন, যিনি দায়ূদের রাজত্বের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন।

এখন আমরা এই প্রতিশ্রুতির পরিপূর্ণতা সম্পর্কে পাঠ করতে চলেছি। মরিয়ম নামক এক কুমারীর গর্ভে যীশু জন্মেছিলেন। লূক, নতুন নিয়মে চারটি সুসমাচার লেখকদের মধ্যে একজন, তাঁর জন্মের ঘটনাটি নথিভুক্ত করে রাখেন।

লূক ১:২৬-৩৫ পাঠ করুন।

- **পুত্র, পবিত্র সন্তান** সহকারে **যীশুর** প্রত্যেকটি উল্লেখ একটি ক্রুশ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করুনঃ ✝

লূক ১:২৬-৩৫

২৬ পরে ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বরের নিকট হইতে গালীল দেশের নাসরৎ নামক নগরে একটী কুমারীর নিকটে প্রেরিত হইলেন,

২৭ তিনি দায়ূদ-কুলের যোষেফ নামক পুরুষের প্রতি বাগ্দত্তা হইয়াছিলেন; সেই কুমারীর নাম মরিয়ম।

২৮ দূত গৃহমধ্যে তাঁহার কাছে আসিয়া কহিলেন, অয়ি মহানুগৃহীতে, মঙ্গল হউক; প্রভু তোমার সহবর্ত্তী।

২৯ কিন্তু তিনি সেই বাক্যে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন, আর মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, এ কেমন মঙ্গলবাদ?

৩০ দূত তাঁহাকে কহিলেন, মরিয়ম, ভয় করিও না, কেননা তুমি ঈশ্বরের নিকটে অনুগ্রহ পাইয়াছ।

COPY

৩১ আর দেখ, তুমি গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম যীশু রাখিবে।
৩২ তিনি মহান্ হইবেন, আর তাঁহাকে পরাৎপরের পুত্র বলা যাইবে; আর প্রভু ঈশ্বর তাঁহার পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন;
৩৩ তিনি যাকোব-কুলের উপরে যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন, ও তাঁহার রাজ্যের শেষ হইবে না।
৩৪ তখন মরিয়ম দূতকে কহিলেন, ইহা কিরূপে হইবে? আমি ত পুরুষকে জানি না।
৩৫ দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে; এই কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে।

লূক ১:২৬-৩৫ পদগুলি আরেকবার পাঠ করুন এবং এই বার...

- **সিংহাসন**, **রাজত্ব**, এবং **রাজ্য** শব্দগুলি একটি মুকুটের চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করুনঃ
- (সময়ের) প্রত্যেকটি উল্লেখগুলি যেমন **যুগে যুগে**, এবং **শেষ হইবে না** বাক্যাংশগুলি গোল চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন।

নিজেই একবার ভাবুন অথবা দলের মধ্যে আলোচনা করুন এবং তারপর আপনার উত্তরগুলি লিখুন।

- যীশু শব্দগুলি চিহ্নিত করা ও লক্ষ্য করার দ্বারা আপনি কী শিখলেন?

- তাঁর রাজ্যের প্রশস্ততা সম্পর্কে আপনি কী শিখলেন? সময়ের উল্লেখটি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করুন।

COPY

- লূক ১:৩৪ পদ অনুযায়ী, মরিয়ম কী বিষয় চিন্তিত হয়েছিলেন? স্বর্গদূত কীভাবে তার চিন্তার উত্তর দিলেন?

- আমাদের তুলনায় যীশু কীভাবে অনন্য?

- যিশাইয় ৭:১৪ এবং ৯:৬-৭ পদে ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতাটি লিখে রাখুন, যা আপনি এর আগের অংশে পাঠ করেছিলেন। কোন বিষয়টি পূর্ণতা লাভ করেছে এবং কোন বিষয়টি এখনও বাকী আছে?

এই মশীহের বিষয়ে শাস্ত্র কী বলে তা দেখতে আরও পাঠ করা যাক।

আবিষ্কার করুনঃ

যোহন ১:১-৩, ১৪-১৭ এবং কলসীয় ১:১৩-১৭ পদগুলি পাঠ করুন এবং...

- **বাক্য**, **পুত্র**, এবং **একজাত** শব্দগুলি সহকারে যীশুর প্রত্যেকটি উল্লেখগুলি একটি ক্রুশ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করুনঃ ✝
- (সময়ের) প্রত্যেকটি উল্লেখ, যেমন **আদিতে**, **পরবর্তীতে**, **প্রথমজাত**, এবং **পূর্বে** শব্দগুলি একটি গোল চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করুন।

যোহন ১:১-৩, ১৪-১৭

১ আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন।

২ তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন।

COPY

৩ সকলই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে, তাহার কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই।

১৪ আর সেই বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন, আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হইতে আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ।

১৫ যোহন তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন, আর উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, ইনি সেই ব্যক্তি, যাঁহার বিষয়ে আমি বলিয়াছি, যিনি আমার পশ্চাৎ আসিতেছেন, তিনি আমার অগ্রগণ্য হইলেন, কেননা তিনি আমার পূর্ব্বে ছিলেন।

১৬ কারণ তাঁহার পূর্ণতা হইতে আমরা সকলে পাইয়াছি, আর অনুগ্রহের উপরে অনুগ্রহ পাইয়াছি;

১৭ কারণ ব্যবস্থা মোশি দ্বারা দত্ত হইয়াছিল, অনুগ্রহ ও সত্য যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা উপস্থিত হইয়াছে।

কলসীয় ১:১৩-১৭

১৩ তিনিই আমাদিগকে অন্ধকারের কর্ত্তৃত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া আপন প্রেমভূমি পুত্রের রাজ্যে আনয়ন করিয়াছেন;

১৪ ইহাঁতেই আমরা মুক্তি, পাপের মোচন, প্রাপ্ত হইয়াছি।

১৫ ইনিই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি,

১৬ সমুদয় সৃষ্টির প্রথমজাত; কেননা তাঁহাতেই সকলই সৃষ্ট হইয়াছে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য কি অদৃশ্য যে কিছু আছে, সিংহাসন হউক, কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্ত্তৃত্ব হউক, সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে;

১৭ আর তিনিই সকলের অগ্রে আছেন, ও তাঁহাতেই সকলের স্থিতি হইতেছে।

নিজেই একবার ভাবুন অথবা দলের মধ্যে আলোচনা করুন এবং তারপর আপনার উত্তরগুলি লিখুন।

- যীশুর উল্লেখগুলি চিহ্নিত করার দ্বারা আপনি কী শিখলেন?

COPY

- যোহন ১:৩ পদ অনুযায়ী, সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা কে?

- আমরা যোহন ১:১৪ পদে পাঠ করি যে বাক্য মাংসে মূর্তিমান হলেন ও আমাদের মধ্যে প্রবাস করলেন। এটি কাকে উল্লেখ করে বলা হয়েছে?

- কে অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি?

- কীভাবে এবং কেন স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে?

- কলসীয় ১:১৭ পদ অনুযায়ী, কে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরে রেখেছেন?

অন্তর্দৃষ্টি: *"প্রথম জাত" ও "প্রথম সৃষ্টি" কথাগুলি সমান নয়। যীশুর যেমন একটি মানুষিক স্বভাব ছিল, তাঁর ঐশ্বরিক চরিত্র কখনই সৃষ্টি হয়নি; যেমন যোহন বলেছেন যে এটি "আদিতে ছিল", "ঈশ্বরের সাথে", এবং "ঈশ্বর ছিলেন"।*

COPY

এর পরের ঘটনাতে, যীশু ইহুদীদের সাথে কথা বলছেন। অব্রাহাম, যিনি ইহুদীদের পূর্বপুরুষ ছিলেন, যীশুর জন্মের প্রায় দুই হাজার বছর আগে জীবন যাপন করেছিলেন ও মারা গিয়েছিলেন।

আবিষ্কার করুনঃ

যোহন ৮:৫৪-৫৯ পাঠ করুন ও চিহ্নিত করুন...

- **অব্রাহামের** প্রত্যেকটি উল্লেখগুলিতে একটি বড় **'অ'** দিয়ে চিহ্নিত করুন।
- সর্বনাম সহকারে **যীশুর** প্রত্যেকটি উল্লেখগুলিতে একটি ক্রুশ চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুনঃ ✝

যোহন ৮:৫৪-৫৯

৫৪ যীশু উত্তর করিলেন, আমি যদি আপনাকে গৌরবান্বিত করি; তবে আমার গৌরব কিছুই নয়; আমার পিতাই আমাকে গৌরবান্বিত করিতেছেন, যাঁহার বিষয় তোমরা বলিয়া থাক যে, তিনি তোমাদের ঈশ্বর;

৫৫ আর তোমরা তাঁহাকে জান নাই; কিন্তু আমি তাঁহাকে জানি; আর আমি যদি বলি যে, তাঁহাকে জানি না, তবে তোমাদেরই ন্যায় মিথ্যাবাদী হইব; কিন্তু আমি তাঁহাকে জানি, এবং তাঁহার বাক্য পালন করি।

৫৬ তোমাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহাম আমার দিন দেখিবার আশায় উল্লাসিত হইয়াছিলেন, এবং তিনি তাহা দেখিলেন ও আনন্দ করিলেন।

৫৭ তখন যিহূদীরা তাঁহাকে কহিল, তোমার বয়স এখনও পঞ্চাশ বৎসর হয় নাই, তুমি কি অব্রাহামকে দেখিয়াছ?

৫৮ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, অব্রাহামের জন্মের পূর্ব্বাবধি আমি আছি।

৫৯ তখন তাহারা তাঁহার উপর ছুড়িয়া মারিবার জন্য পাথর তুলিয়া লইল, যীশু কিন্তু অন্তর্হিত হইলেন, ও ধর্ম্মধাম হইতে বাহিরে গেলেন।

COPY

অন্তর্দৃষ্টিঃ *"আমি আছি" নামটি ঈশ্বর নিজের জন্য তখন ব্যবহার করেছিলেন যখন তিনি মোশির সামনে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন, যখন মোশি জলন্ত ঝোপে ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। মোশি, যিনি যীশু খ্রীষ্টের প্রায় ১৪০০ বছর আগে বাস করতেন, ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে মিশরের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তাকে ব্যবহার করেছিলেন। নিজেকে "আমি আছি" বলে প্রকাশ করে যীশু নিজেকে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, যিনি মোশির সামনে জলন্ত ঝোপের মধ্যে দেখা দিয়েছিলেন।*

নিজেই একবার ভাবুন অথবা দলের মধ্যে আলোচনা করুন এবং তারপর আপনার উত্তরগুলি লিখুন।

- এই পদগুলিতে যীশু কী দাবী করছেন? নিজের বিষয় তিনি কী প্রকাশ করছেন?

- যীশুর এই দাবীটিকে ইহুদীরা কীভাবে প্রতিবাদ করেছিল?

- যীশু তাদের প্রতিবাদের কীভাবে উত্তর দিয়েছিলেন?

- ৫৯ পদ অনুযায়ী, কেন আপনি মনে করেন যে ইহুদীরা "তাঁহার উপর ছুড়িয়া মারিবার জন্য পাথর তুলিয়া লইল"?

COPY

আবিষ্কার করুনঃ

ইব্রীয় ১:১-৩, ১০-১২ পাঠ করুন এবং

- **পুত্র** এবং **প্রভু** শব্দটি সহকারে **যীশুর** প্রত্যেকটি উল্লেখগুলি একটি ক্রুশ চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুনঃ ✝
- সর্বনাম সহকারে **ঈশ্বর** পিতার প্রত্যেকটি উল্লেখগুলি একটি ত্রিভুজ চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন। △

ইব্রীয় ১:১-৩, ১০-১২

১ ঈশ্বর পূর্ব্বকালে বহুভাগে ও বহুরূপে ভাববাদিগণে পিতৃলোকদিগকে কথা
বলিয়া,
২ এই শেষ কালে পুত্রেই আমাদিগকে বলিয়াছেন। তিনি ইঁহাকেই সর্ব্বাধিকারী
দায়াদ করিয়াছেন, এবং ইঁহারই দ্বারা যুগকলাপের রচনাও করিয়াছেন।
৩ ইনি তাঁহার প্রতাপের প্রভা ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক, এবং আপন পরাক্রমের বাক্যে
সমুদয়ের ধারণকর্ত্তা হইয়া পাপ ধৌত করিয়া ঊর্দ্ধলোকে মহিমার দক্ষিণে উপবিষ্ট
হইলেন।

১০ আর, "হে প্রভু, তুমিই আদিতে পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছ,
আকাশমণ্ডলও তোমার হস্তের রচনা।
১১ সে সকল বিনষ্ট হইবে, কিন্তু তুমিই নিত্যস্থায়ী; সে সমস্ত বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ
হইয়া পড়িবে,
১২ তুমি পরিচ্ছদের ন্যায় সে সকল জড়াইবে, বস্ত্রের ন্যায় জড়াইবে, আর সে
সমস্তের পরিবর্ত্তন হইবে; কিন্তু তুমি যে, সেই আছ, এবং তোমার বৎসর
সকল কখনও শেষ হইবে না"।

COPY

নিজেই একবার ভাবুন অথবা দলের মধ্যে আলোচনা করুন এবং তারপর আপনার উত্তরগুলি লিখুন।

- অতীতে ঈশ্বর পূর্বপুরুষদের সাথে কীভাবে কথা বলতেন? এখন তিনি আমাদের সাথে কীভাবে কথা বলেন?

- এই পদগুলি থেকে যীশুর বিষয় আপনি আর কী কী শিখলেন?

- ঈশ্বর যখন এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন তখন যীশু কোথায় ছিলেন?

- কে এখন সমস্ত বিষয় ও বস্তুকে ধরে রেখেছেন এবং কীভাবে?

- যীশু এখন কোথায় আছেন?

- কে পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করেছেন ও কার হাত দ্বারা আকাশমণ্ডল রচনা হয়েছে?

- পৃথিবী ও স্বর্গ নিয়ে ঈশ্বর কী করবেন?

COPY

অতিরিক্ত অন্তর্দৃষ্টিঃ *একজন "উত্তরাধিকারী" সাধারণত এমন একজন ব্যক্তি যিনি তাঁর পূর্বপুরুষের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি অথবা পদের আইনসঙ্গত মালিক হন। এখানে, ঈশ্বর যীশুকে সব কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন কারণ ঈশ্বর সব কিছু তাঁর দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চিতভাবে ঈশ্বর কখনও মারা যান না যে তিনি তাঁর সম্পত্তি তাঁর পুত্রের জন্য রেখে যাবেন। এই পদগুলি এটাও শিক্ষা দেয় যে যীশু সব কিছু তাঁর পরাক্রমশালী বাক্য দ্বারা ধরে রেখেছেন এবং পাপ ক্ষমা করে পিতার দক্ষিণ দিকে অবস্থিতি করছেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা যীশুর ব্যক্তিত্ব ও কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে পাঠ করবো।*

আবিষ্কার করুনঃ

যোহন ১৭:১-৫ পাঠ করুন এবং চিহ্নিত করুন...

- **পুত্র** শব্দটি সহকারে **যীশুর** প্রত্যেকটি উল্লেখগুলি একটি ক্রুশ চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুনঃ ✝
- সর্বনাম সহকারে **ঈশ্বর** পিতার প্রত্যেকটি উল্লেখগুলি একটি ত্রিভুজ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করুন। △

যোহন ১৭:১-৫

১ যীশু এই সকল কথা কহিলেন; আর স্বর্গের দিকে চক্ষু তুলিয়া বলিলেন, পিতঃ, সময় উপস্থিত হইল; তোমার পুত্রকে মহিমান্বিত কর, যেন পুত্র তোমাকে মহিমান্বিত করেন;

২ যেমন তুমি তাঁহাকে মর্ত্ত্যমাত্রের উপরে কর্ত্তৃত্ব দিয়াছ, যেন, তুমি যে সমস্ত তাঁহাকে দিয়াছ, তিনি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দেন।

৩ আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পায়।

৪ তুমি আমাকে যে কার্য্য করিতে দিয়াছ, তাহা সমাপ্ত করিয়া আমি পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করিয়াছি।

৫ আর এক্ষণে, হে পিতঃ, জগৎ হইবার পূর্ব্বে তোমার কাছে আমার যে মহিমা ছিল, তুমি সেই মহিমায় তোমার নিজের কাছে আমাকে মহিমান্বিত কর।

COPY

নিজেই একবার ভাবুন অথবা দলের মধ্যে আলোচনা করুন এবং তারপর আপনার উত্তরগুলি লিখুন।

- এই পদগুলি থেকে যীশুর সম্পর্কে কী শিখলেন?

- ঈশ্বর পিতার সম্পর্কে আপনি কী শিখলেন?

- দুই পদে, যীশু কী বলেছেন যে তাঁর কাছে ছিল, কে তাঁকে তা দিয়েছেন এবং সেটা নিয়ে তিনি কী করবেন?

- তিন পদে যীশু কোন বিষয়টিকে "অনন্ত জীবন" বলেছেন?

- ৫ পদে যীশু নিজের বিষয় কী দাবী করেছেন? যীশুর সম্পর্কে আগে যা কিছু শিখেছিলাম, তার সাথে কি এইটির কোন সাদৃশ্য পাচ্ছেন?

COPY

একটি সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করলাম যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র, যাকে "ইম্মানুয়েল" (আমাদের সহিত ঈশ্বর) বলা হয়ে থাকে। আমরা দেখলাম যে তাঁর কাঁধের উপর ভবিষ্যতের কর্তৃত্বভার থাকবে। তাঁর নাম "আশ্চর্য্য মন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ"। যীশুর রাজত্বের ও শান্তির বৃদ্ধির কোন শেষ নেই। তাঁর রাজত্ব ন্যায্য ও ধার্মিক হবে। তিনি চিরকাল এই পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করবেন। আমরা এটাও দেখলাম যে আদিতে যে বাক্য মাংসে মূর্তিমান হয়েছিল, তা ঈশ্বরের কাছে ছিল এবং সব কিছু তাঁর মাধ্যমে অস্তিত্বে এসেছে। "সব কিছু" বলতে সমস্ত সৃষ্ট বস্তুকে বুঝায়। তিনি গৌরবময় এবং অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ।

যীশু হলেন অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি এবং ঈশ্বরের সব সৃষ্টির উপর সর্বশ্রেষ্ঠ। স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য অথবা অদৃশ্য, সব কিছুই যীশুর মাধ্যমে ও যীশুর জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। সব কিছুর পূর্বে তিনি ছিলেন এবং তাঁতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু একসঙ্গে স্থিত আছে। যীশু স্বর্গের ও পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহস্র কোটি তারা ও গ্যালাক্সিগুলি তাঁরই হাতের রচনা ও একদিন তিনি এই সমস্ত কিছু গুটিয়ে নেবেন। এই বিষয় আমরা বিস্তারিত ভাবে শেষ অধ্যায়ে পাঠ করবো যার শিরোনাম **তাঁর দ্বিতীয় আগমন**।

COPY